সময়মতো মূসক দেবো■দেশগড়ায় অংশ নেবো

১০ জুলাই জাতীয় মূসক দিবস
ও
১০-১৬ জুলাই মূসক সপ্তাহ-২০১৫

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।
২৬ আষাঢ় ১৪২২
১০ জুলাই ২০১৫

বাণী

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অন্যান্য বছরের মতো এবারও জাতীয় পর্যায়ে 'মূল্য সংযোজন কর দিবস' (মূসক দিবস) এবং ১০-১৬ জুলাই 'মূল্য সংযোজন কর সপ্তাহ' (মূসক সপ্তাহ) পালন করছে জেনে আমি আনন্দিত। মূসক দিবস ও সপ্তাহ উপলক্ষে আমি দেশের সম্মানিত করদাতা এবং কর প্রশাসনের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

মূল্য সংযোজন কর (মূসক) অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাংলাদেশকে একটি মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রতি বছর যে পরিমাণ অর্থ যোগান দিয়ে থাকে তার এক তৃতীয়াংশের অধিক মূসক থেকে আহরিত হয়। দেশের সাধারণ জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ভোক্তা পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর প্রদানে সম্মানিত করদাতাগণকে আরো উদ্বুদ্ধ করতে এ কর্মসূচি ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করি।

কর প্রদান ও হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি সহজতর করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক সংস্কার করা হয়েছে। একটি স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও ব্যবসাবান্ধব কর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রযুক্তিগত অবকাঠামো গড়ে তুলতে নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর এ ব্যবস্থাপনায় সম্মানিত করদাতা ও ব্যবসায়ীগণ অধিকতর সহজতর পদ্ধতিতে কর প্রদান করতে পারবেন বলে আমি আশা করি। মূসক দিবসে আমি কর প্রশাসনের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সেবার মানসিকতা নিয়ে কাজ করার আহ্বান জানাই এবং একই সাথে সম্মানিত করদাতাগণ কর প্রদানের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে সরকারকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করবেন, এ প্রত্যাশা করি।

আমি জাতীয় 'মূল্য সংযোজন কর দিবস' ও 'মূল্য সংযোজন কর সপ্তাহ' ২০১৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

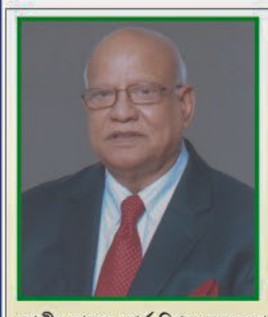

মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৬ আষাঢ় ১৪২২
১০ জুলাই ২০১৫

বাণী

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিগত বছরগুলোর মতো এবারও ১০ জুলাই জাতীয় 'মূল্য সংযোজন কর দিবস' এবং ১০-১৬ জুলাই 'মূল্য সংযোজন কর সপ্তাহ' উদ্‌যাপন করছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, মূল্য সংযোজন কর প্রশাসনের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সম্মানিত করদাতাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার জন্য সরকার উন্নয়নমুখী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। যার প্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে বিভিন্ন সামাজিক সূচক ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে। সরকারের এ সকল উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের লক্ষ্যমাত্রাও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বর্ধিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে আমাদের মূলত নির্ভর করতে হবে আয়কর ও কর্পোরেট কর এবং মূল্য সংযোজন করের উপর।

মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ সালে পাস হয়েছে এবং তা পুরোপুরি কার্যকরী হবে আগামী বছর থেকে। নতুন আইন নিয়ে অনেক আলাপ-আলোচনা হয়েছে এবং সে সম্বন্ধে একটি পর্যালোচনা কমিটিও অনেক কাজ করেছে। আমাদের লক্ষ্য হলো একটি ব্যবসা-বান্ধব, সহজ, স্বচ্ছ মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। এমন ব্যবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে, মূল্য সংযোজন কর আইনের প্রয়োগ এবং মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থাপনার সমুদয় কার্যাবলীকে আধুনিকায়ন করা হচ্ছে।

মূল্য সংযোজন কর আসলে অত্যন্ত ব্যবসা-সহায়ক ব্যবস্থা। কিন্তু সেখানে সঠিক হিসাবরক্ষণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। হিসাব সঠিক হলে মূল্য সংযোজন করের ভারও ব্যাপকভাবে কমে যায়। এ সম্বন্ধে সে জন্য আমাদের বিশেষভাবে অবহিত হতে হবে এবং তার জন্য সময় মাত্র আর এক বছর।

আমি 'মূল্য সংযোজন কর দিবস' ও 'মূল্য সংযোজন কর সপ্তাহ-২০১৫' উদ্‌যাপন উপলক্ষে দেশব্যাপী গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

আবুল মাল আবদুল মুহিত, এমপি

প্রতিমন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৬ আষাঢ় ১৪২২
১০ জুলাই ২০১৫

বাণী

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে ১০ জুলাই জাতীয় 'মূল্য সংযোজন কর দিবস' এবং ১০-১৬ জুলাই 'মূল্য সংযোজন কর সপ্তাহ' পালিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি এ মহতী উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। 'জাতীয় মূসক দিবস' ও 'মূসক সপ্তাহ' উদ্‌যাপনের মাধ্যমে যথাযথ মূল্য সংযোজন কর পরিশোধে সম্মানিত করদাতাদের মাঝে সচেতনতা যেমন বৃদ্ধি পাবে তেমনি মূসক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যেও দায়িত্ব পালনে আরো নিষ্ঠার বিকাশ ঘটাবে।

মূসক ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর হতে এটি দেশের সার্বিক উন্নয়নে মূসক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মূল্য সংযোজন করের উল্লেখযোগ্য দিক হলো করদাতা কর্তৃক স্বেচ্ছা পরিপালনের মাধ্যমে প্রদেয় রাজস্ব পরিশোধ করা। সম্মানিত ব্যবসায়ীগণ কর্তৃক মূসক আদায় ও সরকারি কোষাগারে জমাদান পদ্ধতি সহজীকরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে মূসক ব্যবস্থাপনায় সংস্কার আনা হয়েছে। একটি আধুনিক, সহজ, ব্যবসায়বান্ধব ও স্বচ্ছ মূসক ব্যবস্থা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে 'মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২' অনুমোদন করেছে। তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর এ ব্যবস্থায় কর কর্মকর্তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর এ দক্ষ ও স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনায় অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আয় অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে এবং আমাদের প্রিয় এ বাংলাদেশ স্বল্পতম সময়ের মধ্যেই মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হতে সক্ষম হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে আশা করি।

'জাতীয় মূসক দিবস' ও 'মূসক সপ্তাহ' উদ্‌যাপন উপলক্ষে দেশের সম্মানিত সকল করদাতা ও মূল্য সংযোজন কর বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ এর সাথে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি রইলো আন্তরিক অভিনন্দন। আমি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত 'মূল্য সংযোজন কর দিবস' ও মূল্য সংযোজন কর সপ্তাহ' ২০১৫ এর পূর্ণ সফলতা কামনা করি।

জয় বাংলা, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

এম এ মান্নান এম.পি

সভাপতি
অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
২৬ আষাঢ় ১৪২২
১০ জুলাই ২০১৫

বাণী

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ১০ জুলাই জাতীয় পর্যায়ে 'মূল্য সংযোজন কর দিবস' এবং ১০-১৬ জুলাই ' মূল্য সংযোজন কর সপ্তাহ' উদ্‌যাপন করছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে দেশের সম্মানিত করদাতাদের এবং মূল্য সংযোজন কর প্রশাসনের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের জন্য অধিকতর রাজস্ব আদায় ছাড়া কোন বিকল্প নেই। 'মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২' প্রণয়নের মাধ্যমে সরকার আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর রাজস্ব প্রশাসন গড়ে তুলতে যাচ্ছে। মূল্য সংযোজন কর আইন, বিধি এবং সর্বোপরি রাজস্ব প্রশাসনে যে সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে তার ফলে কর প্রদান সহজতর হবে, কর এর ব্যাপ্তি বিস্তৃত হবে এবং মূসক আদায়ে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে। দেশের সম্মানিত নাগরিক ও ব্যবসায়ীগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে মূসক প্রদান ও সময়মত তা সরকারী কোষাগারে জমা দিলে আমাদের রাজস্ব আদায়ে কাঙ্খিত অগ্রগতি অর্জিত হবে।

মূসক ব্যবস্থাপনাকে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর ও ব্যবসা-বান্ধব ও সহজে পরিপালনযোগ্য করার লক্ষ্যে 'মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২' অনুমোদন হয়েছে, যা ২০১৬ সালের জুলাই থেকে কার্যকর হতে যাচ্ছে। 'মূল্য সংযোজন কর দিবস' ও 'মূল্য সংযোজন কর সপ্তাহ' উদ্‌যাপনের মাধ্যমে সম্মানিত করদাতাগণ নতুন মূসক আইন সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা লাভ করতে পারবেন বলে আমি মনে করি।

আমি 'মূল্য সংযোজন কর দিবস' এবং 'মূল্য সংযোজন কর সপ্তাহ-২০১৫' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

ড. মোঃ আবদুর রাজ্জাক এমপি

বাংলাদেশে মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা ঃ
কিছু প্রাসঙ্গিক কথা

১৯৯১ সালে বাংলাদেশে মূল্য সংযোজন কর (মূসক) ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে মূসক বিষয়ে করদাতাদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং কর্মকর্তাদের সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতি বছর ১০ জুলাই জাতীয় মূসক দিবস এবং ১০ জুলাই পরবর্তী এক সপ্তাহ জাতীয় মূসক সপ্তাহ পালন করা হচ্ছে। মুক্ত বাজার অর্থনীতির ধ্যান ধারনায় দেশীয় শিল্পের বিকাশ ও ব্যবসাবান্ধব রাজস্ব প্রশাসন গড়ে তোলার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড মূসক ব্যবস্থাকে অধিকতর স্বচ্ছ ও গতিশীল করার নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে এবং প্রতিবছরই রাজস্ব প্রশাসনে পরিবর্তন, সংশোধন, স্বচ্ছতার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। এরই ধারাবাহিকতায় মূসক বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, কর্মকর্তাদের সেবার মান উন্নয়ন ও কর প্রদানকারীদের স্বীকৃতি প্রদানের জন্য এ বছর পঞ্চম বারের মত জাতীয় মূসক দিবস ও সপ্তাহ উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। এ বছরের জাতীয় মূসক দিবসের মূল শ্লোগান হচ্ছে, "সময়মতো মূসক দেবো, দেশগড়ায় অংশ নেবো"।

মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থার বিকাশ

১৯১৮ সালে জার্মান অর্থনীতিকে সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে ডক্টর উইলিয়াম ভন সিমেন্স এই মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থার প্রস্তাব করেন। মিঃ এ্যডাম ১৯২১ সালে রেয়াত পদ্ধতির প্রস্তাব করেন। ১৯৫৪ সালের ১০ এপ্রিল সর্বপ্রথম ফ্রান্সে বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে এই মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা চালু হয়। পরবর্তীতে ব্রাজিল, ডেনমার্ক, জার্মানী এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। ১৯৬৯ সালে সুইডেন, ১৯৭০-এ লুক্সেমবার্গ, ১৯৭৩ সালে যুক্তরাজ্য, ১৯৭৭ সালে আইএমএফ এর সহযোগিতায় এশিয়া উপমহাদেশের দক্ষিণ কোরিয়ায় এই ভ্যাট ব্যবস্থার প্রচলন হয়। পরবর্তীতে তুরস্ক, লেবানন, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ কর আদায়ে এই ভ্যাট ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। বর্তমানে বাংলাদেশসহ বিশ্বের ১৪৭ টি দেশে মূসক/ভ্যাট ব্যবস্থা চালু আছে।

বাংলাদেশে মূসক আইন প্রবর্তনের পটভূমি ঃ

১৮৭৮ সালে ব্রিটিশ ভারতে আমদানি শুল্কের প্রবর্তন করা হয়। সময়ের বিবর্তনে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে ১৯৪৪ সালে এ দেশে The Excises & Salt Act, 1944 চালু করা হয়। তখন চা, তামাক, সুপারি এবং লবণ ইত্যাদি কতিপয় দেশজ পণ্যের উপর আবগারী শুল্ক (Excise Duty) আরোপ করা হয়। ধীরে ধীরে আবগারী শুল্কের বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে এবং বিভিন্ন উৎপাদিত পণ্য ও সেবার উপর আবগারী শুল্ক ধার্য করা হয়। রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে এবং দেশজ উৎপাদন সংরক্ষণের তাগিদে আবগারী শুল্কের পাশাপাশি ১৯৮২ সালে The Sales Tax ordinance, ১৯৮২ এর মাধ্যমে আমদানিকৃত কিছু কিছু পণ্যের উপর Sales Tax আরোপ করা হয়। ঐ একই বছর The Business Turn over Tax ordinance, 1982 এর আওতায় উৎপাদিত দেশজ কিছু কিছু পণ্য ও সেবার উপর Turn over Tax আরোপ করা হয়।

আবগারী ও বিক্রয় কর ব্যবস্থায় বিভিন্ন কর হার প্রয়োগের পাশাপাশি কিছু কিছু শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অব্যাহতি সুবিধাও (Exemption) প্রদান করা হয়। ফলে সকল পণ্যের ক্ষেত্রে সুষম কর আরোপিত না হওয়ায় কর বৈষম্যের সৃষ্টি হয়, যা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং পণ্যের বাজার মূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ অবস্থার পরিত্রাণ এবং দ্বৈত কর পরিহারের লক্ষ্যে মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা প্রচলনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

১৯৭৯ সালের এপ্রিল মাসে সরকার গঠিত Tax Enquiry Commission, সর্বপ্রথম মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করে। ১৯৭৯ সালের শেষ ভাগে বিশ্ব ব্যাংক বাংলাদেশে মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য সুপারিশ করে। ১৯৯০ সালের জুন মাসে মূল্য সংযোজন কর আইন এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়। ১৯৯১ সালে ২ জুন মহামান্য রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ ক্রমে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ জারি করা হয় এবং এর কার্যকারিতা ১ জুলাই, ১৯৯১ সাল থেকে প্রদান করা হয়। অতঃপর ১০ জুলাই, ১৯৯১ মহান জাতীয় সংসদ কর্তৃক মহামান্য রাষ্ট্রপতির জারিকৃত অধ্যাদেশটি মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ হিসেবে অনুমোদন লাভ করে।

মূল্য সংযোজন কর (VAT) কী ?

মূল্য সংযোজন কর (মূসক) ব্যবস্থা একটি আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত কর ব্যবস্থা। মূসক প্রকৃত অর্থে বাংলাদেশে নতুন কোন কর নয় বরং এর মাধ্যমে আবগারী শুল্ক ও বিক্রয় কর ব্যবস্থা প্রতিস্থাপিত হয়েছে মাত্র। সহজ ভাষায়, মূল্য সংযোজন কর (মূসক) হল "মূল্য সংযোজন" এর উপর আরোপিত কর। কোন পণ্য উৎপাদনকারী বা সরবরাহকারী অথবা সেবা প্রদানকারী কর্তৃক পণ্য উৎপাদনে/সরবরাহে বা সেবা প্রদানে ব্যবহৃত উপকরণের ক্রয়মূল্যের সাথে উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে উৎপাদন ও ব্যবসায়ী পর্যায়ের যাবতীয় সংযোজিত মূল্যের উপর প্রযোজ্য হয় বলেই একে "মূল্য সংযোজন কর" বলা হয়। সহজ কথায় মূল্য সংযোজন হলো বিক্রেতার বিক্রয়মূল্য থেকে ক্রয়মূল্যের পার্থক্য বা ব্যবধান। মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থায় উৎপাদক বা সরবরাহকারী কর্তৃক ক্রয়কৃত উপকরণের বিপরীতে পরিশোধিত মূসক প্রদেয় উৎপাদন কর (বিক্রয়ের উপর প্রযোজ্য মূসক) এর বিপরীতে রেয়াত গ্রহণের বিধান থাকায় করের উপর করারোপের কোন সুযোগ স্বয়ংক্রিয়ভাবেই থাকে না। পণ্য/সেবার উৎপাদক বা সেবা বিক্রয়কালে বিক্রেতা, ক্রেতা বা ভোক্তা হতে এ কর আহরণ করে থাকেন। তাই এ কর ব্যবস্থায় বিক্রেতা মূসক আদায়কারী হিসেবে বিবেচিত হন। ক্রেতা বা ভোক্তা প্রকৃতপক্ষে এ কর দিয়ে থাকেন বলে একে ভোক্তা কর বা পরোক্ষ করও বলা হয়।

মূল্য সংযোজন কর হার

কিছু অব্যাহতি ছাড়া বাংলাদেশে আমদানিকৃত এবং দেশে উৎপাদিত সকল পণ্য, সেবা, পাইকারী ও খুচরা ব্যবসা পর্যায়ে মূল্যভিত্তিক এককভাবে ১৫% হারে মূসক আরোপযোগ্য। তবে রপ্তানি পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে শুন্য হারে মূসক প্রযোজ্য।

ভোক্তার দায়িত্ব

মূসক ব্যবস্থায় ভোক্তাই মূসক পরিশোধ করে থাকেন। দেশের উন্নয়নের স্বার্থে ভোক্তা তার কষ্টার্জিত অর্থ হতে কর পরিশোধ করেন। সেই কর সরকারী কোষাগারে জমা হলো কিনা তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারের পাশাপাশি ভোক্তারও। ভোক্তা যদি পণ্য বা সেবা ক্রয়কালে বিক্রেতার নিকট হতে মূসক চালান (মূসক-১১) বা ইসিআর (Electronic Cash Register) চালান গ্রহণ না করেন তাহলে সরকার তার প্রাপ্য রাজস্ব হতে বঞ্চিত হয় এবং ক্রেতা নিজে প্রতারিত হয়ে অনর্থক অতিরিক্ত খরচ করেন। এ বিষয়ে সর্বসাধারণের সচেতনতাই মূসক ব্যবস্থাকে অধিকতর সাফল্য এনে দিতে পারে।

বাংলাদেশে মূসক ব্যবস্থার সাফল্য

অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণে মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা কার্যকর ভূমিকা পালন করছে বলেই সমগ্র বিশ্বে এর দ্রুত প্রসার ঘটছে। এই ব্যবস্থা একদিকে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য অনুকূল, অন্য দিকে করদাতা-বান্ধব হওয়ায় অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের রাজস্ব আহরণেও গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ১৯৯১-৯২ অর্থবছরে মোট আহরিত মূসকের পরিমাণ ছিল ১৭৩৫ কোটি টাকা। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪৮,৬৩৮ কোটি টাকা। ১৯৯১-১৯৯২ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আহরিত কর রাজস্বের ২৩.৬২ শতাংশ ছিল মূসক, যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরে দাড়িয়েছে ৩৬.০২ শতাংশ। আগামী ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের বাজেটে করভিত্তি ও করের আওতা সম্প্রসারণের মাধ্যমে এই ধারা অব্যাহত রাখার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

নতুন আইন নতুন সম্ভাবনা

একটি আধুনিক, বিনিয়োগ বান্ধব, ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণমূলক ও রাজস্ব সহায়ক মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে ২০১২ সালে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ মহান জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। আগামী ১ জুলাই, ২০১৬ হতে এ আইন কার্যকর করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এ লক্ষ্যে সম্ভাব্য সকল প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৫ এর খসড়া প্রণয়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে। নতুন এই আইনটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার 'VAT Online Project' শীর্ষক একটি প্রকল্প অনুমোদন করেছে। নতুন আইনটি বাস্তবায়িত হলে করদাতাগণ নিম্নরূপ সুবিধাদি ভোগ করবেন ঃ

তাঁরা ঘরে বা অফিসে বসে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন। অনলাইনে রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন। অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে মূসক পরিশোধ করতে পারবেন। নতুন আইনের আওতায় চলতি হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে না। মূল্য ঘোষণা প্রদান করতে হবে না। মূসক বিভাগের সাথে অনলাইনেই যোগাযোগ করা যাবে। কমিশনারেট এবং বিভাগীয় অফিসের ট্যাক্স পেয়ার সার্ভিস সেন্টার করদাতাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে। উপকরণ কর রেয়াতের পরিধি নতুন আইনে অধিকতর সম্প্রসারণ করা হয়েছে। নতুন আইন সম্পূর্ণ অনলাইনভিত্তিক হওয়ায় তাতে ছোট বড় সকল প্রতিষ্ঠান ব্যবসার সমান সুযোগ পাবে। নতুন আইনের আওতায় মূসক ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে কম্পিউটারভিত্তিক হওয়ায় তা পরিপালন সহজতর হবে। দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি নিবন্ধনের আওতায় এক স্থান থেকে মূসক প্রদান করা হবে।

এই অর্থবছরে পরিবর্তন

পশু খাদ্যের পুষ্টি প্রিমিক্স, প্লাস্টিক বর্জ্য থেকে রি-সাইক্লিং এর মাধ্যমে প্রস্তুত প্লাস্টিক দানা, সোলার ব্যাটারী, আয়রন অক্সাইড ইত্যাদি পণ্যকে উৎপাদন পর্যায়ে, লিভার সিরোসিস/হেপাটাইটিস সি রোগ নিরাময়কারী ঔষধ উৎপাদন ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে এবং ফটো নির্মাতা, স্টিল মিলে স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত স্ক্র্যাপ/ভাঙ্গারী সরবরাহ, হিমাগারে ব্যবহার্য বিদ্যুৎ সেবা পর্যায়ে মূসক অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। সুপারশপ, ক্ষুদ্র খুচরা ব্যবসায়ী বা দোকানের ক্ষেত্রে বছরভিত্তিক 'প্যাকেজ ভ্যাট', স্বর্ণকার ও রৌপ্যকার এবং স্বর্ণের ও রৌপ্যের দোকানদার এবং স্বর্ণ পাকাকারী, যোগানদার (Procurement provider) সেবার ক্ষেত্রে মূসক আরোপের হার বৃদ্ধি করা হয়েছে। ইটের ট্যারিফ মূল্য বৃদ্ধি করে ইটভাটার উপর মূসক আদায় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মূল্য সংযোজন কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক না দাবি সনদ ব্যতিরেকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হইতে ফায়ার সার্ভিস লাইসেন্স ইস্যু করা যাইবে না মর্মে শর্ত আরোপ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর পণ্যের (যেমন- সিগারেট, জর্দা) ক্ষেত্রে উচ্চহারে সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হয়েছে।

২০১৬ সালের জুলাই হতে 'মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২' এর সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উক্ত আইনের সাথে সংগতি রেখে এবং দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠির চাহিদা বিবেচনায় ও বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রস্তাবিত বাজেটে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ ও সংশ্লিষ্ট বিধিমালার সংস্কারের মাধ্যমে মূসক ব্যবস্থার পদ্ধতিগত সহজীকরণ করা হয়েছে। নতুন আইনে উত্তরণের স্বার্থে এ বছরের বাজেটে সম্পূরক শুল্ক কাঠামোতে কিছুটা পরিবর্তন করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিদ্যমান ট্যারিফ মূল্যের আওতাভূক্ত কতিপয় পণ্যের মূল্য যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে। অব্যাহতির সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসার অভিপ্রায়ে মূসক অব্যাহতির কতিপয় খাত অর্থাৎ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারী মেডিকেল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ইনডেন্টিং সংস্থা, কোপড়া ওয়েস্ট ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিদ্যমান মূসক অব্যাহতি প্রত্যাহার করা হয়েছে। এছাড়া প্লাস্টিকের তৈরী টিস্যু হোল্ডার, আইস-ট্রে, আইস স্কুপ, হ্যাংগারকে বিদ্যমান মূসক অব্যাহতির তালিকা হতে বাদ দেয়া হয়েছে।

শেষ কথাঃ যে কোন কর ব্যবস্থার সফলতার জন্য অপরিহার্য হচ্ছে করদাতাগণের কর প্রদানের সদিচ্ছা, কর প্রদান করার মতো শান্তিপূর্ণ ও স্থিতিশীল, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ তথা কর-সহায়ক সংস্কৃতির উপস্থিতি। দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন ও সমাজের সর্বস্তরে সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই কাঙ্খিত সেই কর-সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে। এর পাশাপাশি, করদাতার সামাজিক ও আইনী দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণসহ জাতীয় অর্থনীতিতে মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থার সত্যিকারের সুফল আশা করা যায়। সুন্দর আগামীর প্রত্যাশায়-

"সময়মতো মূসক দেবো,
দেশগড়ায় অংশ নেবো"

মোঃ মাসুদ সাদিক
কমিশনার
ও
আহ্বায়ক
মূসক দিবস ও মূসক সপ্তাহ, ২০১৫ উদযাপন কমিটি

সদস্য (মূসক বাস্তবায়ন ও আইটি)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৬ আষাঢ় ১৪২২
১০ জুলাই ২০১৫

বাণী

১০ জুলাই-মূসক দিবস। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত ২০১১-১২ অর্থবছরের বাজেট পেশকালে জাতীয় সংসদে প্রতিবছর মূসক দিবস ও ১০ জুলাই থেকে ১৬ জুলাই পর্যন্ত মূসক সপ্তাহ পালনের ঘোষণা দেন। সে ঘোষণা অনুযায়ী প্রতিবছরই সারা দেশে উৎসব মুখর ও সাড়ম্বর পরিবেশে মূসক দিবস এবং মূসক সপ্তাহ পালিত হয়ে আসছে। মূসক দিবস পালনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মূল্য সংযোজন কর প্রদানে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, করদাতাকে কর প্রদানে উদ্বুদ্ধ করা, একটি করবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী ও করদাতাদের মধ্যকার মতপার্থক্য নিরসন করা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত 'রূপকল্প ২০২১' সফল করার মাধ্যমে আমাদের দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার প্রয়াসে মূল্য সংযোজন কর রাখছে অনন্য ভূমিকা। ২০৪১ সালের মধ্যে এ দেশকে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলার পথরচনাও ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষন, দূরদর্শী ও সাহসী নেতৃত্বে দেশের উন্নয়ন এগিয়ে চলেছে। এ দেশ আমাদের- এ দেশ ষোল কোটি মানুষের। বত্রিশ কোটি কর্মঠ হাতের ছোঁয়ায় এ দেশ তার অভীষ্ট উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌছে যাবে। সচেতন জনগনের জয় অনিবার্য। 'জাতীয় মূসক দিবস ও মূসক সপ্তাহ-২০১৫- এর জয়যাত্রার মূলমন্ত্রকে ধারন করে